

সূরা ৩২ : সাজদাহ, মাক্কী

৩২ - سورة السجدة مَكِّيَّة

(আয়াত ৩০, রুকু ৩)

(آيَاتُهَا : ৩০ رُكُوعَاتُهَا : ৩)

আলিফ, লাম, মীম সাজদাহর গুরুত্ব ও ফাযীলাত

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু‘আ’র দিন ফাজরের সালাতে ‘আলিফ-লাম-মীম-তানযীল আস্-সাজদাহ’ (৩২ নং সূরা) এবং ‘হাল ‘আতা আলাল ইনসান’ (৭৬ নং সূরা) পাঠ করতেন। (ফাতহুল বারী ২/৪৩৮, মুসলিম ২/৫৯৯)

যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ‘আলিফ-লাম- মীম-তানযীল আস্-সাজদাহ’ এবং ‘তাবারাকাল্লাযী বিইয়াদিহিল মুল্ক’ (৬৭ নং সূরা) এ দু’টি সূরা (রাতে) তিলাওয়াত না করে ঘুমাতেননা। (আহমাদ ৩/৩৪০)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
১। আলিফ লাম মীম।	۱. اَلَمْ
২। এই কিতাব জগতসমূহের রবের নিকট হতে অবতীর্ণ, এতে কোন সন্দেহ নেই।	۲. تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ
৩। তাহলে কি তারা বলে : এটা সে নিজে রচনা করেছে? না, এটা তোমার রাব্ব হতে আগত সত্য, যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী	۳. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ

আসেনি। হয়তো তারা সৎ
পথে চলবে।

لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ

কুরআন আল্লাহর কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই

সূরাসমূহের শুরুতে যে হরুফে মুকাত্তাআ'ত রয়েছে ওগুলির পূর্ণ আলোচনা আমরা সূরা বাকারাহর তাফসীরের শুরুতে করে এসেছি। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই।

عِزِّ الْكُتُبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ এটা নিঃসন্দেহে সত্য যে, এই কিতাব আল কুরআন আল্লাহ রাক্বুল আলামীনের নিকট হতে অবতীর্ণ হয়েছে। মুশরিকদের এ কথা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা স্বয়ং রচনা করেছেন। না, না, এটা চরম সত্য কথা যে, এ কিতাব স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এটি এ জন্যই অবতীর্ণ করা হয়েছে যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কাওমকে ভয় প্রদর্শন করেন যাদের কাছে তাঁর পূর্বে কোন নাবী আগমন করেননি। যাতে তারা সত্যের অনুসরণ করে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে।

৪। আল্লাহ, তিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও এতদুভয়ের অন্তবর্তী সব কিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই এবং সাহায্যকারীও নেই, তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবেনা?

٤. اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ
أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ
مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا
شَفِيعٍ ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ

৫। তিনি আকাশ হতে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন, অতঃপর

٥. يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ

৬। তিনিই দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু -	۞ ذَٰلِكَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

বিশ্ব-জগতের সৃষ্টিকারী এবং নিয়ন্ত্রণকারী একমাত্র আল্লাহ

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনিই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি ছয় দিনে যমীন, আসমান ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তা সৃষ্টি করে আরশের উপর সমাসীন হন। এর তাফসীর ইতোপূর্বে (৭ : ৫৪) বর্ণিত হয়েছে।

مَا لَكُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ মালিক ও সৃষ্টিকর্তা তিনিই। প্রত্যেক জিনিসের পূর্ণতা প্রাপ্তি তাঁরই হাতে। সবকিছুর তাদবীর ও তদারক তিনিই করে থাকেন। সবকিছুর উপর আধিপত্য তাঁরই। তিনি ছাড়া সৃষ্টজীবের কোন বন্ধু ও অভিভাবক নেই। তাঁর অনুমতি ছাড়া কারও কোন সুপারিশ চলবেনা। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ হে জনমণ্ডলী! আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের উপাসনা করছ এবং যাদের উপর নির্ভরশীল হচ্ছ, তোমরা কি বুঝতে পারনা যে, এত বড় শক্তিশালী সত্তা কি করে তাঁর একজন শরীক গ্রহণ করতে পারেন? তিনি তাঁর সমকক্ষতা, পরামর্শদাতা, পীর ও শরীক হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র ও মুক্ত। তিনি ছাড়া কোন উপাস্যও নেই, পালনকর্তাও নেই।

يُذَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَرْجُئُ إِلَيْهِ আল্লাহ তা‘আলার আদেশ শগুণ আকাশ হতে অবতীর্ণ হয় এবং সাত স্তর যমীনের নীচ পর্যন্ত চলে যায়। যেমন অন্য আয়াতে উল্লেখ রয়েছে :

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ

আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণ। ওগুলির মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ। (সূরা তালাক, ৬৫ : ১২) আল্লাহ তা'আলা তাদের আমল নিজ দপ্তরের দিকে উঠিয়ে নেন যা দুনিয়ার আকাশের উপরে রয়েছে। যমীন হতে প্রথম আসমান পাঁচশ' বছরের পথের ব্যবধানে রয়েছে। ঐ পরিমাণই ওর ঘনত্ব/পুরুত্ব। মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, এত দূরের ব্যবধান সত্ত্বেও মালাইকা/ফেরেশতারা চোখের পলকে নীচে আসেন ও উপরে যান। এ জন্যই বলা হয়েছে :

فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ তোমাদের হিসাবে সহস্র বছরের সমান। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ প্রতিদিন আমলগুলি অবগত হন। ছোট ও বড় সব আমল তাঁর কাছে আনীত হয়। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। তিনি সবকিছু নিজের অধীনস্থ করে রেখেছেন। সমস্ত বান্দার গ্রীবা তাঁর সামনে ঝুঁকে থাকে। তিনি মু'মিন বান্দাদের উপর বড়ই স্নেহশীল। তাদের উপর তিনি করুণা বর্ষণ করে থাকেন। তিনিই দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাত। তিনি পরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু।

৭। যিনি তাঁর প্রত্যেক সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন উত্তম রূপে এবং কাদা মাটি হতে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন।

۷. الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ
وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِن طِينٍ

৮। অতঃপর তার বংশ উৎপন্ন করেছেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হতে।

۸. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ
مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ

৯। পরে তিনি ওকে করেছেন সুষ্ম এবং ওতে ফুঁকে দিয়েছেন রুহ্ তাঁর নিকট হতে এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ; তোমরা

۹. ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن
رُّوحِيٍّ ۚ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا

অতি সামান্যই কৃতজ্ঞতা
প্রকাশ করে থাক।

تَشْكُرُونَ

মানুষ সৃষ্টির ক্রমধারা

আল্লাহ তা'আলা বলেন : তিনি (আল্লাহ) সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন। সবই তিনি এমন সুন্দরভাবে ও উত্তম পদ্ধতিতে সৃষ্টি করেছেন যা ধারণা করা যায়না। প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টিই কত উত্তম, কত দৃঢ় ও কত মযবূত! আকাশ-পাতাল সৃষ্টির সাথে সাথে মানব-সৃষ্টির উপর চিন্তা-ভাবনা করলে বিস্মিত হতে হয়।

وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ তিনি কাদা মাটি হতে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سَلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ অতঃপর তিনি তার বংশ উৎপন্ন করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হতে যা পুরুষের পিঠ ও স্ত্রীর বক্ষস্থল হতে বের হয়ে থাকে।

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ পরে তিনি তাকে করেছেন সুঠাম এবং তাতে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন নিজের নিকট হতে। মানুষকে তিনি চক্ষু, কর্ণ ও অন্তঃকরণ দান করেছেন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এর পরও মানুষ খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। তাদের পরিণতি অতি উত্তম ও আনন্দদায়ক যারা আল্লাহ-প্রদত্ত শক্তিসমূহকে তাঁর আদেশ অনুযায়ী তাঁর পথে ব্যবহার করে। মহান তাঁর শান এবং মর্যাদাপূর্ণ তাঁর নাম।

১০। তারা বলে : আমরা মাটিতে পর্যবসিত হলেও কি আমাদেরকে আবার নতুন করে সৃষ্টি করা হবে? বস্তুতঃ তারা তাদের রবের সাক্ষাৎকার অস্বীকার করে।

۱۰. وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۚ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ

১১। বল : তোমাদের জন্য নিযুক্ত মৃত্যুর মালাক/ফেরেশতা তোমাদের

۱۱. قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ

প্রাণ হরণ করবে। অবশেষে
তোমরা তোমাদের রবের
নিকট প্রত্যাবর্তীত হবে।

الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ
تُرْجَعُونَ

যারা মনে করে যে, পুনর্জীবন অসম্ভব, তাদের ধারণার জবাব

كَافِرِينَ أَتَيْنَا فِي الْأَرْضِ أَنَّنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ
সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে। মৃত্যুর পর পুনর্জীবনে তারা বিশ্বাসী নয়। ওটা তারা অসম্ভব বলে মনে করে। তারা বলে : যখন আমরা মরে পঁচে যাব এবং আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে মাটির সাথে মিশে যাবে, তারপর আবার কি আমাদেরকে নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে? দুঃখের কথা এই যে, আল্লাহকে তারা নিজেদের সাথে তুলনা করে থাকে। তারা তাদের সীমাবদ্ধ শক্তিকে আল্লাহর অসীম শক্তির সাথে তুলনা করে। তারা জানে ও স্বীকার করে যে, আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যজনক কথা এই যে, দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করারও শক্তি যে তাঁর আছে এটা তারা স্বীকার করেনা। অথচ তাঁরতো শুধু হুকুম মাত্র। যখনই তিনি কোন কিছুকে বলেন : হও, আর তেমনি তা হয়ে যায়। এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা বলেন : كَافِرُونَ তারা তাদের রবের সাক্ষাৎকার অস্বীকার করে। এরপর মহামহিমাবিত্ত আল্লাহ বলেন :

يَتَوَفَّاكُم مِّلْكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ তোমাদের জন্য নিযুক্ত

মালাক/ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, ‘মালাকুল মাউত’ একজন মালাকের উপাধী। সূরা ইবরাহীমে (১৪ : ২৭) বারা (রাঃ) কর্তৃক যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে ওর দ্বারাও প্রথম কথাটি বোধগম্য হয়ে থাকে। আর কোন কোন আছারে তাঁর নাম আযরাঈলও (আঃ) রয়েছে এবং এটাই প্রসিদ্ধও বটে। কাতাদাহও (রহঃ) এরূপ মতামত পোষণ করতেন। তবে হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গী-সাথী ও তাঁর সাথে সাহায্যকারী আরও মালাক রয়েছেন। (তাবারী ২০/১৭৫) তাঁরা দেহ হতে রূহ বের করে থাকেন এবং হুকুম পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার পর মালাকুল মাউত ওটা নিয়ে নেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : তাদের জন্য দুনিয়াকে ছোট করে দেয়া হয়। যেমন আমাদের সামনে খাবারের খাঞ্চণ থাকে। মন চায় যে, সেটা এমন স্থানে রাখা হোক যাতে সেটা থেকে খাবার

উঠিয়ে নেয়ার সুবিধা হয়। মালাইকা/ফেরেশতাদের কাছে দুনিয়াও ঠিক তদ্রূপ।
(তাবারী ২০/১৭৫) মহান আল্লাহ বলেন :

ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ অবশেষে তোমরা তোমাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। কাবর থেকে বের হয়ে হাশরের মাঠে আল্লাহর সামনে তোমাদেরকে হাযির হতে হবে এবং সেখানে তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে।

<p>১২। এবং হায়! তুমি যদি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের রবের সামনে অধোবদন হয়ে বলবে : হে আমাদের রাব্ব! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম; এখন আপনি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করুন, আমরা সৎ কাজ করব, আমরাতো দৃঢ় বিশ্বাসী।</p>	<p>۱۲. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ</p>
<p>১৩। আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎ পথে পরিচালিত করতে পারতাম; কিন্তু আমার এ কথা অবশ্যই সত্য : আমি নিশ্চয়ই জিন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব।</p>	<p>۱۳. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًىهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ</p>
<p>১৪। এখন শাস্তি আন্বাদন কর, কারণ আজকের এই সাক্ষাৎকারের কথা তোমরা বিস্মৃত হয়েছিলে। আমিও</p>	<p>۱۴. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ</p>

তোমাদেরকে বিস্মৃত হলাম,
তোমরা যা করতে তজ্জন্য়
তোমরা স্থায়ী শান্তি ভোগ
করতে থাক।

وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

কিয়ামাত দিবসে মুশরিক মূর্তি পূজকদের করুণ অবস্থার বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন : এ পাপীরা যখন নিজেদের পুনর্জীবন স্বচক্ষে দেখবে তখন অত্যন্ত লজ্জিত অবস্থায় মাথা নীচু করে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হবে। তখন তারা বলবে :

رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا هَيَّجْنَا هَـوَ آمَامَدِر رَابِر! আমাদের চোখ এখন উজ্জ্বল হয়েছে এবং আমাদের কানগুলি খাড়া হয়েছে। এখন আমরা বুঝতে ও জানতে পেরেছি। এখন আমরা বুঝে শুনে কাজ করব। আমাদের অন্ধত্ব ও বধিরতা দূর হয়ে গেছে। সুতরাং আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরিয়ে দিন। আমরা সৎ কাজ করব, আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী। যেমন অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে :

أَسْمِعْ يَّهْمَ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا

তারা যেদিন আমার নিকট আসবে সেদিন তারা কত স্পষ্ট শুনে ও দেখবে। (সূরা তাওবাহ, ১৯ : ৩৮) ঐ সময় কাফিরেরা নিজেদের তিরস্কার করতে থাকবে। জাহান্নামে প্রবেশের সময় তারা আক্ষেপ করে বলবে :

لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

এবং তারা আরও বলবে : যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম তাহলে আমরা জাহান্নামবাসী হতামনা। (সূরা মুলক, ৬৭ : ১০) অনুরূপভাবে এরা বলবে :

رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ রাব! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম, এখন আপনি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করুন (পার্থিব জগতে)। তাহলে আমরা সৎ কাজ করব, আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী। অর্থাৎ আমাদের এখন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য এবং আপনার সাক্ষাৎকার সত্য। আর আল্লাহ তা'আলা ও জানেন যে, যদি তিনি তাদেরকে পার্থিব জগতে ফিরিয়ে দেন তাহলে তারা পূর্বের মতই

কাফির হয়ে যাবে এবং তাঁর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করবে ও তাঁর রাসূলদের বিরুদ্ধাচরণ করবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْتُنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا

তুমি যদি তাদের সেই সময়ের অবস্থাটি অবলোকন করতে যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারায় দাঁড় করানো হবে। তখন তারা বলবে : হায়! কতই না ভাল হত আমরা যদি আবার দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারতাম, আমরা সেখানে আমাদের রবের নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করতামনা। (সূরা আন'আম, ৬ : ২৭) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন :

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ الْأَرْضَ كُلَّ نَفْسٍ هُذَاهَا আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতে পারতাম। যেমন তিনি বলেন :

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهُمْ جَمِيعًا

আর যদি তোমার রাব্ব ইচ্ছা করতেন তাহলে বিশ্বের সকল লোকই ঈমান আনত। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৯৯)

وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ কিন্তু আমার এ কথা অবশ্যই সত্য যে, আমি নিশ্চয়ই দানব ও মানব উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব। এটা আল্লাহর অটল ফাইসালা। আমরা তাঁর সন্তায় পূর্ণ বিশ্বাস করি এবং তাঁর সমুদয় কথা হতে ও তাঁর শাস্তি হতে তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ঐ দিন জাহান্নামীদেরকে বলা হবে :

فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا আজকের এই সাক্ষাৎকারের কথা তোমরা বিস্মৃত হয়েছিলে। একে তোমরা অসম্ভব মনে করতে। আজ আমিও তোমাদেরকে বিস্মৃত হলাম। আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা ভুল-ভ্রান্তি হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। এটা শুধু বদল বা বিনিময় হিসাবে বলা হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَخُ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا

আর বলা হবে : আজ আমি তোমাদেরকে বিস্মৃত হব যেমন তোমরা এ দিনের সাক্ষাৎকারকে বিস্মৃত হয়েছিলে। (সূরা জাসিয়া, ৪৫ : ৩৪) মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ তোমরা যা করতে তজ্জন্য তোমরা স্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাক। অর্থাৎ তোমাদের কুফরী ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে স্থায়ী শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে থাক। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন :

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا. إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا. جَزَاءً وَفَاقًا. إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا

সেখানে তারা আশ্বাদন করতে পাবেনা কোন ঠান্ডা কিংবা (অন্য) কোন পানীয়- উত্তপ্ত পানি ও পুঁজ ব্যতীত; এটাই সমুচিত প্রতিফল। তারা কখনও হিসাবের আশংকা করতনা এবং তারা দৃঢ়তার সাথে আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছিল। সব কিছুই আমি সংরক্ষণ করেছি লিখিতভাবে। অতঃপর তোমরা আশ্বাদ গ্রহণ কর, এখন আমি তো তোমাদের যাতনাই শুধু বৃদ্ধি করতে থাকব। (সূরা নাবা, ৭৮ : ২৪-৩০)

১৫। শুধু তারাই আমার নিদর্শনাবলী বিশ্বাস করে যারা ওর দ্বারা উপদিষ্ট হলে সাজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং অহংকার করেনা। [সাজদাহ]

۱۵. إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾

১৬। তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের রাব্বকে ডাকে আশায় ও আশংকায় এবং তাদেরকে যে রিয্ক দান করেছি তা হতে তারা ব্যয় করে।

۱۶. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا

	وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ
১৭। কেহই জানেনা, তাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কি কি প্রতিদান লুকায়িত রয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ।	<p>۱۷. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ</p>

মু'মিনদের ঈমান আনা এবং উহার প্রতিদান

আল্লাহ তা'আলা বলেন : **إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا** সত্যিকারের ঈমানদারদের লক্ষণ এই যে, তারা আন্তরিকতার সাথে কান লাগিয়ে আমার কথা শ্রবণ করে। আর ঐ অনুযায়ী তারা আমল করে। মুখে তারা এগুলি স্বীকার করে ও সত্য বলে মেনে নেয় এবং অন্তরেও তারা এগুলিকে সত্য বলেই জানে। তারা সাজদাহয় পড়ে তাদের রবের তাসবীহ পাঠ করে ও প্রশংসা করে। সত্যের অনুসরণে তারা মোটেই পিছ পা হয়না। তারা কাফিরদের মত হঠকারিতা করেনা। কাফিরদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

কিন্তু যারা অহংকারে আমার ইবাদাতে বিমুখ তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্চিত হয়ে। (সূরা মু'মিন, ৪০ : ৬০)

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ রাতে তারা বিছানা ছেড়ে দিয়ে উঠে পড়ে। মুজাহিদ (রহঃ) এবং হাসান (রহঃ) এ আয়াতের অর্থ করেছেন : তারা তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে। (তাবারী ২০/১৮০) যাহাহক (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ইশা ও ফাজরের সালাত জামা'আতের সাথে আদায় করাকে বুঝানো হয়েছে।

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا এই মু'মিনরা আল্লাহর আযাব হতে পরিত্রাণ পাওয়া ও তাঁর নি'আমাত লাভ করার জন্য তাঁর নিকট প্রার্থনা করে বিনয়ের সাথে

ও আশার সাথে। সাথে সাথে তারা দান খাইরাতও করে থাকে। নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী তারা আল্লাহর পথে খরচ করে। এসব সৎ আমলের কাজে তারা অনুসরণ করে তাকে যিনি সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী, যাঁর মর্যাদা সবচেয়ে বেশী। অর্থাৎ আদম-সন্তানদের নেতা ও দোজাহানের গৌরব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

মুআ'য ইব্ন জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক সফরে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। সকালের দিকে আমি তাঁর খুব নিকটবর্তী হয়ে চলছিলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম : হে আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে ও জাহান্নাম হতে দূরে রাখবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : তুমি খুব বড় প্রশ্ন করেছে। তবে আল্লাহ যার জন্য তা সহজ করে দেন তার জন্য তা সহজ হয়ে যায়। তাহলে শোন, তুমি আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করবেনা, সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে, রামাযানের সিয়াম পালন করবে ও বাইতুল্লাহর হাজ্জ করবে। অতঃপর তিনি বলেন : আমি কি তোমাকে কল্যাণের দরজাসমূহের কথা বলে দিবনা? তা হল : সিয়াম ঢাল স্বরূপ, দান-খাইরাত এবং মধ্য রাতের সালাত পাপ ও অপরাধ মুছে ফেলে। অতঃপর তিনি تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ

হতে হতে كَانُوا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ পর্যন্ত পাঠ করেন এবং বলেন : আমি কি তোমাকে এই বিষয়ের (দীনের) স্তম্ভ এবং ওর চূড়া ও উচ্চতার কথা বলবনা? আমি বললাম : অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : সব কিছুর উপরে হল ইসলাম, এর স্তম্ভ হচ্ছে সালাত এবং এর চূড়া বা উচ্চতা হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ। তারপর তিনি বলেন : আমি কি তোমাকে এসব কাজ কিসের উপর নির্ভর করে তা বলে দিবনা? আমি বললাম : অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল! অতঃপর তিনি স্বীয় জিহ্বা ধরে বললেন : এটাকে সংযত রাখবে। আমি বললাম : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা যে কথা বলি এ কারণেও কি আমাদেরকে পাকাড়ও করা হবে? তিনি উত্তরে বললেন : ওহে বোকা মুআ'য (রাঃ)! তোমার কি এটুকুও জানা নেই যে, মানুষকে জাহান্নামে (অথবা বলেছেন, মুখের ভরে জাহান্নামে) নিক্ষেপ করা হবে শুধু তার জিহ্বা দ্বারা সে যা বলে সেই কারণে। (আহমাদ ৫/২৩১, তিরমিযী ৭/৩৬১, নাসাই ৬/৪২৮, ইব্ন মাজাহ ২/১৩১৪) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ কেহই জানেনা তাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কি লুকায়িত রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ। যেহেতু তারা গোপনে ইবাদাত করত সেহেতু আমিও গোপনে তাদের জন্য তাদের নয়নপ্রীতিকর নি‘আমাতরাজি মওজুদ করে রেখেছি যা কেহ না চোখে দেখেছে, না কানে শুনেছে, আর না কল্পনা করেছে। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন : মানুষ যদি গোপনে ভাল আমল করে তাহলে এর প্রতিদান হিসাবে আল্লাহও তার জন্য উত্তম প্রতিদান জমা রাখবেন যা চোখ কখনও দেখেনি, মন কখনও কল্পনাও করেনি। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) ইহা বর্ণনা করেছেন।

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা‘আলা বলেন : আমি আমার সৎ বান্দাদের জন্য এমন কিছু প্রস্তুত রেখেছি যা কেহ চোখে দেখেনি, কানে শুনেনি এবং অন্তরে কল্পনাও করেনি। এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, কুরআনুল হাকীমের নিম্নের আয়াতটি পাঠ করতে পার :

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ কেহই জানেনা তাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কি লুকায়িত রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ। (ফাতহুল বারী ৮/৩৭৫, মুসলিম ৪/২১৭৪, তিরমিযী ৯/৫৬)

আর একটি রিওয়াযাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে তাকে যে নি‘আমাত দেয়া হবে তা কখনও কেড়ে নেয়া হবেনা। তার কাপড় পুরাতন হবেনা, তার যৌবনে ভাটা পড়বেনা। তার জন্য জান্নাতে এমন নি‘আমাত রয়েছে যা কোন চক্ষু কখনও দেখেনি, কোন কান কখনও শুনেনি এবং কোন মানুষের অন্তরে কল্পনাও জাগেনি। (মুসলিম ৪/২১৮১)

<p>১৮। তাহলে কি যে ব্যক্তি মু‘মিন হয়েছে সে পাপাচারীর ন্যায়? তারা সমান নয়।</p>	<p>১৮. أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ</p>
<p>১৯। যারা ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে তাদের</p>	<p>১৯. أُمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا</p>

<p>কৃতকর্মের ফল স্বরূপ তাদের আপ্যায়নের জন্য জান্নাত হবে তাদের বাসস্থান।</p>	<p>الْصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ</p>
<p>২০। আর যারা পাপাচার করেছে তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম; যখনই তারা জাহান্নাম হতে বের হতে চাবে তখনই তাদের ফিরিয়ে দেয়া হবে তাতে এবং তাদেরকে বলা হবে : যে আগুনের শাস্তিকে তোমরা মিথ্যা বলতে তা আশ্বাদন কর।</p>	<p>۲۰. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ</p>
<p>২১। বড় শাস্তির পূর্বে তাদেরকে আমি অবশ্যই লঘু শাস্তি আশ্বাদন করাব, যাতে তারা ফিরে আসে।</p>	<p>۲۱. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ</p>
<p>২২। যে ব্যক্তি তার রবের নির্দেশনাবলী দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? আমি অবশ্যই অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।</p>	<p>۲۲. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ</p>

মু'মিন এবং কাফির কখনও সমান নয়

কিয়ামাত দিবসে আল্লাহ তা'আলার আদল, ইনসারফ ও করুণার কথা এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। তিনি সৎকর্মশীল ও পাপাচারীকে সমান চোখে দেখবেননা। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন :

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا تَحْكُمُونَ

দুষ্কৃতিকারীরা কি মনে করে যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে তাদেরকে তাদের সমান গণ্য করব, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে? তাদের সিদ্ধান্ত কতই মন্দ! (সূরা জাসিয়া, ৪৫ : ২১) অন্যত্র তিনি বলেন :

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ

যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে এবং যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায় আমি কি তাদেরকে সমগন্য করব? আমি কি মুত্তাকীদেরকে অপরাধীদের সমান গন্য করব? (সূরা সাদ, ৩৮ : ২৮) অন্য এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন :

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ

জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। (সূরা হাশর, ৫৯ : ২০)

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ এখানেও বলা হয়েছে যে, কিয়ামাতের দিন মু'মিন ও কাফির একই মর্যাদার হবেনা। 'আতা ইব্ন ইয়াশার (রহঃ), সুদী (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, এ আয়াত আলী ইব্ন আবু তালিব (রাঃ) এবং উকবাহ ইব্ন আবি মুঈত্তের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ২০/১৮৮)

أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এই দুই প্রকারের লোকের বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর কালামের সত্যতা

স্বীকার করে এবং ঐ অনুযায়ী আমল করে তাকে এমন জান্নাত দেয়া হবে যেখানে বাড়ী-ঘর রয়েছে, অট্টালিকা রয়েছে, উঁচু উঁচু প্রাসাদ রয়েছে এবং শান্তিতে বসবাসের উপযোগী সমস্ত উপকরণ রয়েছে। এটা হবে তার ভাল কাজের বিনিময়ে আপ্যায়ন।

وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর আনুগত্য ছেড়ে দিয়েছে তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম। সেখান থেকে তারা বের হতে চাইলেও বের হতে পারবেনা। তাদেরকে আবার জাহান্নামে ঠেলে দেয়া হবে। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

كَلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا

যখনই তারা যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম হতে বের হতে চাবে তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ২২)

ফুয়াইল ইব্ন আইয়ায (রহঃ) বলেন : আল্লাহর শপথ! তাদের হাত বাঁধা থাকবে, পা শিকল দ্বারা শৃংখলাবদ্ধ থাকবে। অগ্নিশিখা তাদেরকে নিয়ে উপরে-নীচে যাওয়া-আসা করবে। মালাইকা/ফেরেশতারা তাদেরকে প্রহার করতে থাকবেন। তাদেরকে ধমক দিয়ে বলা হবে :

وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ যে আগুনের শাস্তি কে তোমরা অস্বীকার করতে তার স্বাদ আস্বাদন কর।

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ বড় শাস্তির পূর্বে তাদেরকে আমি অবশ্যই লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন : عَذَابِ الْأَدْنَى বা লঘু শাস্তি দ্বারা পার্থিব বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা, রোগ-শোক ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে। এগুলো এ জন্যই দেয়া হয় যে, মানুষ যেন সতর্ক হয়ে যায় ও আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং পারলৌকিক ভীষণ শাস্তি হতে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। (তাবারী ২০/১৮৯) উবাই ইব্ন কা'ব (রাঃ), আবুল আলিয়াহ (রহঃ), হাসান (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), আলকামাহ (রহঃ), আতিয়িয়াহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আবদুল কারীম যাজারী (রহঃ) এবং হুসাইফও (রহঃ) প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২০/১৮৯, ১৯০) এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا যে ব্যক্তি তার রবের নির্দেশনাবলী দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? অর্থাৎ এই ব্যক্তির চেয়ে আর কেহ বড় অন্যায়কারী নেই যাদের কাছে আল্লাহর নিদর্শন পৌঁছেছে এবং তাঁর দীনের ব্যাখ্যা বুঝিয়ে বলা হয়েছে, অথচ এর পরেও তারা সেই দিকে দ্রষ্টব্য না করে তাদের মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, যেন তাদেরকে যিনি সত্যের দাওয়াত দিচ্ছেন তাঁকে তারা চিনেইনা।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : আল্লাহর যিকর হতে মুখ ফিরিয়ে নিওনা। যারা এরূপ করে তারা সবচেয়ে বড় পথভ্রষ্ট, নীতিহীন ও বড় পাপী। তাই তাদেরকে সাবধান করার উদ্দেশে মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ ঘোষণা করেন :

إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ আমি অবশ্যই অপরাধীদেরকে শাস্তি প্রদান করব।

২৩। আমি তো মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম; অতএব তুমি তার সাক্ষাত সম্বন্ধে সন্দেহ করনা, আমি তাকে বানী ইসরাঈলের জন্য পথ নির্দেশক করেছিলাম।

۲۳. وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ ۖ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ

২৪। আর আমি তাদের মধ্য হতে নেতা মনোনীত করেছিলাম যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করত। যখন তারা ধৈর্য ধারণ করত তখন তারা ছিল আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী।

۲۴. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

২৫। তারা নিজেদের মধ্যে যে বিষয়ে মতবিরোধ করছে

۲۵. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُم

তোমার রাব্বই কিয়ামাত
দিবসে ওর ফাইসালা করে
দিবেন।

يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ

মূসার (আঃ) কিতাব এবং বানী ইসরাঈলীদের নেতৃত্ব

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দা ও রাসূল মূসা (আঃ) সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁকে তাঁর কিতাব তাওরাত দান করেন। সুতরাং নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন তাঁর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ না করেন। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা মি‘রাজের রাত্রিকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২০/১৯৩)

অতঃপর তিনি বর্ণনা করেন যে, আবুল আলিয়াহ আর রিয়াহী (রহঃ) বলেন : ইব্ন আব্বাস (রাঃ) আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : মি‘রাজের রাতে মূসা ইব্ন ইমরানকে (আঃ) আমি দেখেছি। তিনি গোধুম বর্ণের দীর্ঘ দেহ ও কোঁকড়ানো চুল বিশিষ্ট লোক ছিলেন। তিনি দেখতে শানু‘আহ গোত্রের লোকের মত ছিলেন। ঐ রাতে আমি ঈসাকেও (আঃ) দেখেছি। তিনি মধ্যম দেহ বিশিষ্ট সাদা ও লাল মিশ্রিত রংয়ের ছিলেন। তাঁর চুলগুলি ছিল সোজা ও লম্বা। ঐ রাতে আমি মালিককেও (আঃ) দেখেছি যিনি হলেন জাহান্নামের দারোগা। আর আমি দাজ্জালকে দেখেছি। এগুলি হল ঐসব নিদর্শন যেগুলি আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে দেখিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন :

فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لَّقَائِهِ سূত্রাত তুমি তাঁর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সন্দেহ করনা। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশ্যই মিরাজের রাতে মূসার (আঃ) সাথে সাক্ষাত করেছেন। (তাবারী ২০/১৯৪) মহান আল্লাহ বলেন :

وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَٰئِيلَ আমি মূসাকে (আঃ) দেয়া কিতাবের মাধ্যমে বানী ইসরাঈলের জন্য পথ-নির্দেশক করেছিলাম। আবার এ অর্থও হতে পারে : আমি মূসাকে প্রদত্ত কিতাবকে পথ-নির্দেশক বানিয়েছিলাম। যেমন সূরা ইসরায রয়েছে :

وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَٰئِيلَ إِلَّا تَتَّخِذُوا مِن

دُونِي وَكِيلًا

আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তাকে করেছিলাম বানী ইসরাঈলের জন্য পথ নির্দেশক। আমি আদেশ করেছিলাম, তোমরা আমি ব্যতীত অপর কেহকেও কর্ম বিধায়ক রূপে গ্রহণ করনা। (সূরা ইসরা, ১৭ : ২) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

তাদের মধ্যে যারা আমার হুকুম পালন করেছিল, আমার নিষেধকৃত কাজ-কর্ম ছেড়ে দিয়েছিল, আমার কথার সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল, আমার রাসূলদের অনুসরণে ধৈর্য সহকারে দৃঢ় থেকেছিল, তাদেরকে আমি নেতা মনোনীত করেছিলাম। তারা আমার আহকাম জনগণের কাছে পৌঁছে দিত এবং মানুষকে ভাল কাজের আদেশ করত এবং মন্দ কাজ হতে বিরত রাখত। কিন্তু তারা যখন আল্লাহর কালামে পরিবর্তন-পরিবর্ধন গুরু করে দিল তখন আমি তাদের এ পদ-মর্যাদা হিনিয়ে নিলাম ও তাদের অন্তর শক্ত করে দিলাম। তারা আল্লাহর কালামের পরিবর্তন এবং উত্তম আমল ত্যাগ করার ফলে তাদের অন্তরে আর ঈমান অবশিষ্ট থাকলনা।

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا আর আমি তাদের মধ্য হতে নেতা মনোনীত করেছিলাম যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করত। যখন তারা ধৈর্য ধারণ করত। কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুফিয়ান (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে যখন তারা দুনিয়ার বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করে ধৈর্যের সাথে দীনকে মযবূতভাবে আঁকড়ে ধরে ছিলেন। হাসান ইব্ন সালিহও (রহঃ) অনুরূপ মতামত পোষণ করতেন। সুফিয়ান (রহঃ) বলেন : তাদের সৎ আমলকারীদের অবস্থা এরূপই ছিল। যে ব্যক্তি দুনিয়াদারী থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে আখিরাতের আমলসমূহ নিজের মধ্যে অবশ্য করণীয় করে না নেয় সে কখনও অনুসরণযোগ্য হতে পারেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنْ

الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. وَءَاتَيْنَاهُمْ يَمِينَ مِّنَ الْأَمْرِ

আমিতো বানী ইসরাঈলকে কিতাব, কর্তৃত্ব ও নাবুওয়াত দান করেছিলাম এবং তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দিয়েছিলাম এবং দিয়েছিলাম শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্ব জগতের উপর। তাদেরকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান করেছিলাম দীন সম্পর্কে। (সূরা জাসিয়া, ৪৫ : ১৬-১৭) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন :

তাঁরা إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
নিজেদের মধ্যে যে বিষয়ে (অর্থাৎ বিশ্বাস ও আমলের বিষয়ে) মতবিরোধ করছে,
তোমার রাব্বই কিয়ামাতের দিন ওর ফাইসালা করে দিবেন।

২৬। এটাও কি তাদেরকে
পথ প্রদর্শন করলনা যে,
আমি তাদের পূর্বে ধ্বংস
করেছি কত মানব গোষ্ঠি,
যাদের বাসভূমিতে এরা
বিচরণ করছে? এতে
অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে;
তবুও কি তারা শুনবেনা?

۲۶. أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا
مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ
فِي مَسْكِنِهِمْ^ع إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ^ع أَفَلَا يَسْمَعُونَ

২৭। তারা কি লক্ষ্য করেনা
যে, আমি উষর ভূমির পানি
প্রবাহিত করে ওর সাহায্যে
উদগত করি শস্য, যা হতে
আহার্য গ্রহণ করে তাদের
গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুগুলি
এবং তারা নিজেরাও?
তাদের কি দৃষ্টিশক্তি নেই?

۲۷. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ
إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ
زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ
وَأَنْفُسُهُمْ^ع أَفَلَا يُبْصِرُونَ

অতীত থেকে শিক্ষা গ্রহণ

আল্লাহ তা‘আলা বলছেন : এসব দেখার পরেও কি এই অবিশ্বাসীরা সত্য
পথের অনুসারী হবেনা? তাদের পূর্ববর্তী কত পথপ্রদর্শকদেরকে আমি ছিন্ন ভিন্ন করে
দিয়েছি। আজ কেহ তাদের খোঁজ-খবরও নেয়না। তারাও রাসূলদেরকে অবিশ্বাস
করেছিল এবং আল্লাহর কথা হতে বেপরোয়া হয়ে গেছে। সবাই তারা নিশ্চিহ্ন
হয়ে গিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন :

هَلْ نَحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْرًا

তুমি কি তাদের কেহকেও দেখতে পাও অথবা ক্ষীণতম শব্দও কি শুনতে
পাও? (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৯৮) এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা এখানে বলেন :

يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করে থাকে। অর্থাৎ এই অবিশ্বাসীরা ঐ অবিশ্বাসকারীদের বাসভূমিতে চলাফিরা করে যেখানে তারা বসবাস করত, কিন্তু তাদের কেহকেও এরা দেখতে পায়না। যারা তাদের বাসভূমিতে চলাফিরা করত, বসবাস করত তারা সবাই ধ্বংস হয়ে গেছে।

كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا

যেন তারা সেই গৃহগুলিতে কখনও বসবাস করেনি। (সূরা হুদ, ১১ : ৬৮)
অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে :

فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا

এইতো তাদের ঘর-বাড়ী সীমা লংঘন হেতু যা জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে।
(সূরা নামল, ২৭ : ৫২) অন্যত্র রয়েছে :

فَكَأَيُّ مَن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْسَ مُعْطَلَةٌ
وَقَصْرِ مَشِيدٍ. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ
يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ যেগুলির বাসিন্দা ছিল যালিম। এই সব জনপদ তাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছিল ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদও। তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারত। বস্তুতঃ চক্ষুতো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৪৫-৪৬) এ জন্যই এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। অর্থাৎ ঐ লোকেরাতো ভুল পথে চলছিল, ফলে তারা ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছে। এর কারণ অন্য কিছু নয়, বরং তারা আল্লাহর রাসূলকে অস্বীকার করেছে। যারা তাঁকে স্বীকার করেছে তারা রক্ষা পেয়েছে। আল্লাহর তরফ থেকে অনেক নিদর্শন, প্রমাণ এবং শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত মানুষের কাছে পৌঁছানো হয়েছে।

أَفَلَا يَسْمَعُونَ তবুও কি তারা শুনবেনা। অর্থাৎ তাদের পূর্বে যে সমস্ত লোক গত হয়েছে তাদের পরিণামের কথা জেনে এবং তাদের ধ্বংসের কিছু কিছু

আলামত তাদের মাঝে বিদ্যমান দেখতে পাওয়ার পরেও কি তাদের ঈমান আনার সময় এখনও হয়নি?

পানি দ্বারা যমীনকে পুনর্জীবন দানের মধ্যে নিহিত রয়েছে পুনরায় সৃষ্টি করার প্রমাণ

এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় স্নেহ, প্রেম-প্রীতি, দয়া, অনুগ্রহ, ইহুসান ও ইনআ'মের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন : **أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ** তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, আমি উষর ভূমির উপর পানি প্রবাহিত করে ওর সাহায্যে উদগত করি শস্য, যা হতে আহাৰ্য গ্রহণ করে তাদের চতুষ্পদ জন্তুগুলো এবং তারা নিজেরাও, তারা কি তবুও চিন্তা-ভাবনা করবেনা? এই আয়াতের অনুরূপ নিম্নের আয়াতটিও :

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا

মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক। আমিই প্রচুর বারি বর্ষণ করি। (সূরা আ'বাসা, ৮০ : ২৪-২৫) অনুরূপভাবে এখানেও বলেন যে, **أَفَلَا يُبْصِرُونَ** এর পরও কি তারা লক্ষ্য করবেনা?

২৮। তারা জিজ্ঞেস করে : তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল, কখন হবে এই ফাইসালা?	২৮. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ
২৯। বল : ফাইসালার দিন কাফিরদের ঈমান আনা তাদের কোন কাজে আসবেনা এবং তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবেনা।	২৯. قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ
৩০। অতএব তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর এবং অপেক্ষা	৩০. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ

কর; তারাও অপেক্ষা করছে।

إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ

কাফিরেরা যেভাবে শাস্তিকে ত্বরান্বিত করতে চায় এবং তাদের পরিণতি

আল্লাহ সুবহানাহু এবার বর্ণনা করছেন যে, কাফিরেরা কিভাবে তাদের উপর শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছে, কিভাবে তারা আল্লাহর আযাব ও গযবকে উপেক্ষা করছে। তারা মনে করছে যে, আল্লাহর শাস্তি কখনও তাদের উপর পতিত হবেনা। আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের ব্যাপারে খবর দিচ্ছেন যে, অবিশ্বাস ও ঔদ্ধত্যতার কারণে তারা বলে :

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ কখন হবে এই ফাইসালা। অর্থাৎ হে নাবী! তুমি যে বলে থাক এবং তোমার সঙ্গী-সাথীদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে থাক যে, তুমি আমাদের উপর বিজয় লাভ করবে এবং আমাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, সেই সময় কখন আসবে? আমরা তো তোমাকে বহুদিন থেকেই পরাজিত, অধীনস্থ ও দুর্বল দেখতে পাচ্ছি। এখন তুমি আমাদেরকে আমাদের উপর তোমার বিজয় লাভের সময়টা বলে দাও। তাদের এ কথার উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ আল্লাহর আযাব যখন এসে যাবে এবং যখন তাঁর গযব ও ক্রোধ পতিত হবে, তা দুনিয়ায়ই হোক অথবা আখিরাতেই হোক, তখন না ঈমান আনয়নে কোন উপকার হবে, আর না তাদেরকে কোন অবকাশ দেয়া হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ.

তাদের নিকট যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের রাসূল আসত তখন তারা নিজেদের জ্ঞানের দম্ব করত। তারা যা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করত তাই তাদেরকে বেষ্টন করল। অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন বলল : আমরা এক আল্লাহতেই ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সাথে যাদেরকে শরীক

করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম। তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে এলোনা। আল্লাহর এই বিধান পূর্ব হতেই তার বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে এবং সেই ক্ষেত্রে কাফিরেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (সূরা মু'মিন, ৪০ : ৮৩-৮৫)

যারা বলে থাকেন যে, এখানে মাক্কা বিজয়ের কথা বলা হয়েছে তারা একটি বড় ভুল করেছেন। এর দ্বারা মাক্কা বিজয় উদ্দেশ্য নয়। কেননা মাক্কা বিজয়ের দিনতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফিরদের ইসলাম গ্রহণ কবুল করে নিয়েছিলেন এবং প্রায় দু’হাজার লোক ইসলাম কবুল করেছিল। যদি এই বিজয় দ্বারা মাক্কা বিজয় উদ্দেশ্য হত তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ইসলাম গ্রহণ কবুল করতেননা। যেমন এখানে বলা হয়েছে যে, সেই দিন কাফিরদের ঈমান আনা তাদের কোন কাজে আসবেনা। এখানে فَتْحُ -এর অর্থ হচ্ছে ফাইসালা। যেমন কুরআনুল হাকীমে রয়েছে :

فَأَفْتَحَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا

সুতরাং আমার ও তাদের মধ্যে স্পষ্ট মীমাংসা করে দিন। (সূরা শূ'আরা, ২৬ : ১১৮) অন্য এক জায়গায় রয়েছে :

قُلْ تَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ

বল : আমাদের রাব্ব আমাদেরকে একত্রিত করবেন, অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফাইসালা করে দিবেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ফাইসালাকারী, সর্বজ্ঞ। (সূরা সাবাহ, ৩৪ : ২৬) আর একটি আয়াতে আছে :

وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ

তারা বিচার কামনা করল এবং প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী ব্যর্থ মনোরথ হল। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ১৫) আরও এক জায়গায় আছে :

وَكَاثُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا

এবং যা পূর্ব হতেই তারা কাফিরদের নিকট বর্ণনা করত। (সূরা বাকারাহ, ২ : ৮৯) অন্য এক জায়গায় রয়েছে :

إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ

(হে কাফিরেরা!) তোমরাতো ফাইসালা চাচ্ছ, ফাইসালাতো তোমাদের সামনেই এসে গেছে। (সূরা আনফাল, ৮ : ১৯) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُتَنَظَّرُونَ (হে নাবী)! অতএব তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর এবং অপেক্ষা কর, তারাও অপেক্ষা করছে। অর্থাৎ তুমি এই মুশরিকদেরকে উপেক্ষা কর এবং তোমার প্রতি তোমার রবের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা জনগণের কাছে পৌঁছাতে থাক। যেমন অন্য আয়াতে তিনি বলেন :

اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

তোমার প্রতি তোমার রবের পক্ষ থেকে যে অহী নাযিল হয়েছে, তুমি তারই অনুসরণ করে চল, তিনি ছাড়া অন্য কেহই মা'বুদ নেই। (সূরা আন'আম, ৬ : ১০৬) তুমি অপেক্ষা করতে থাক যতক্ষণে আল্লাহ তা'আলা তোমার সাথে যে ওয়াদা করেছেন তা পূর্ণ না করেন এবং যারা তোমার বিরোধিতা করছে তাদের উপর তোমাকে জয়যুক্ত না করেন। জেনে রেখ যে, তিনি কখনও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেননা।

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرْتِصُ بِهِ رَبِّبَ الْمُؤْمِنِينَ

তারা কি বলতে চায় যে, সে একজন কবি, আমরা তার জন্য কালের বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করছি। (সূরা তুর, ৫২ : ৩০)

إِنَّهُمْ مُتَنَظَّرُونَ তুমি অপেক্ষায় রয়েছ এবং তারাও অপেক্ষমান রয়েছে। তারা চায় যে, তোমার উপর কোন বিপদ আপতিত হোক। কিন্তু তাদের এ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবেনা। আল্লাহ তা'আলা নিজের লোকদেরকে ভুলেননা। তাদেরকে তিনি পরিত্যাগও করেননা। তুমি ধৈর্য ধারণ কর। যারা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে এবং তাঁর ফরমান অন্যদের কাছে পৌঁছে দেয় তারা আল্লাহর সাহায্য হতে বঞ্চিত হতে পারেনা। কাফির ও মুশরিকরা মু'মিনদের উপর যে বিপদ-আপদ দেখতে চায় তা তিনি তাদের উপরই নাযিল করে থাকেন। তারা আল্লাহর আযাবের শিকার হবেই। আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক।